মধ্যবিত্তের অভিমান ছাড়া আছে কি?

কুদ্দুস খান ও মোস্তফা কামালকে

নুরুল্লাহ্ মাসুম

আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মান-সম্মান বা জাত্যাভিমান(!)। আশাকরি আমার সাথে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না এ বিষয়ে। আমরা আর যাই-ই হই না কেন আজো নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের পর্যায়েই রয়ে গেছি। অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ আজ উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি। সংগত কারণেই আমরা বাংলীরা বড্ড অভিমানী। ভিন্নমত সম্পাদক তাঁর সামপ্রতিক লেখায় সেটারই ইঙ্গিত দিলে আমার প্রতি। আমি মোটেই দুঃখিত হইনি সেজন্য। অভিমানতো থাকতেই পারে আমার। তবে অন্যের দোষ দেয়ার ব্যাপারে তিনি আমাকে অভিযুক্ত করেছেন সেটা মেনে নিতে পারছি না। কেননা আমি আমার লেখায় কাউকে দায়ী করেছি বলেতো মনে করতে পারছি না। আমার সব লেখাতেই আমি অন্যের লেখার জবাব দেবার জন্য যা বলার প্রয়োজন সেটুকুই বলেছি।

আমার শেষ লেখায় জনাব কামালের লেখার অংশবিশেষ তুলে দিয়েছি পাঠকরে সুবিধার জন্য। সেখানে তিনি আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলেছেন আমেরিকার স্বীকৃতি পাওয়ায়। আমি সেটারই নিন্দা করেছি। আমি কোথায়ও বলিনি আমেরিকার সাথে বানিজ্য করা যাবে না বা কোন বানিজ্যিক সম্পর্ক করা যাবে না। আমি জানি রাজনীতিতে শেষ বলে কোন কথা নেই। ১৯৭১ সালে আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষে, স্বাধীনতাকামী বাঙালীর বিপক্ষে ছিল তাদের জাতীয় স্বার্থে। কথাটা একেবারে খাটি। আর সেকারনেই মুক্তিকামী বাঙালীর পক্ষে প্রবাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছিল। যে কোন স্বাধীকার আন্দেলনে প্রতিবেশী দেশের নৈতিক, সামরিক সাহায্য অনিবার্য। সেকারণে ভারতের সহায়তা নিতে সেদিন প্রবাসী সরকার বাধ্য হয়েছিল। মনে রাখতে হবে আমাদের তিনদিক জুড়ে আছে ভারত। এও মনে রাখতে হবে, কেবল আমাদের প্রয়োজনে নয়, ভারতের সরকার সেদিন ভারতের প্রয়োজনেও আমাদের সহায়তা দিয়েছিল, একটু বিশী করেই দিয়েছিল। প্রশ্ন আসতে পারে সেটা কেমন করে?

যারা সেসময়ের প্রত্যক্ষদশী এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত প্রচুর ইতিহাস পড়েছেন, তাদের নতুন করে বলতে হবে না (প্রচুর বই বললাম এজন্য যে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা দু,একটা বই পড়ে কেবল এক তরফা ইতিহাসই জানা যায়)।

একদিকে শরণাথী সমস্যা যেমন ভারতকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল, তেমনি সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে সেখানকার বামপন্থী এবং উগ্রপন্থীদের সম্মিলিত আন্দেলনের সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছিল। সেটাও ছিল তাদের জন্য একটা বড় মাথা ব্যাথা। সে যাই হোক, ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তা দিয়েছিল, সেটাই বড় কথা। পরবতীতে কলকাতার ব্রিগেড গ্রাউন্ডে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়ার সময়ে ভারত প্রধানমন্ত্রী দেখতে পেয়েছিল ওখানে শেখ মুজিবের কত জনপ্রিয়তা। ওটা ছিল জাসদ গঠনে র'কে নিযুক্ত করার প্রথম ভাবনার প্রারম্ভ।

দেশ স্বাধীন হলো ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায়। আমি সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সহায়তা, সেটা আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, যেভাবেই হোক না কেন, অস্বীকার করছি না বা অবজ্ঞা করছি না। খোদ আমেরিকাতেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে লাখো মানুষ কাজ করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাতো রইলই। সেখানকার সরকার যখন সপ্তম নৌ-বহর পাঠানোর হুমকি দিয়েও পাকিস্তানের শেষ রক্ষা করতে পারলো না, তখন অন্য পথ ধরে এগুনোর পরিকল্পনা নেয়। এবং বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দেয়। আজ আমেরিকা আমাদের বড় সাহায্যদাতা দেশ, তাই বলে ইতিহাস কি আমরা ভুলে যাব? পাকিস্তানও আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে, তার মানে কি এই যে, ওরা আমাদের মানুষ হত্যা করেনি? ওরা আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রমহানী করেনি? আমরা কি আমাদের সন্তানদের জানতে দেব না ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী আমাদের ওপর কেমন অত্যাচার করেছিল? আমরা কি ১৯৫২ ভাষা আন্দেলন সম্পর্কে আমাদের সন্তানদের জানাবো না? তাই যদি হয়, তবে রাজাকারদরে সাথে আমাদের তফাতটা কি থাকে করে? আর যদি সঠিক ত্য আমরা মনে না রাখি তবে নিজামী গংরা তো বলবেই, "৭১ এ আমরা ভূল করিনি"। ওরা কেন, মন্ত্রী নাজমুল হুদার মুখেও তো একই সুর শোনা যায় আজকাল।

আমি বলেছিলাম জনাব মোস্তফা কামালের আমেরিকার স্বীকৃতি পাওয়ায় আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলার কথা। শুধু তিনি কেন, আজ লাখো বাঙালী তেমনটি করতেই ভালবাসে, জানিনা ১৯৭১-এ তাদের বা তাদের পূর্বপুরুষের পরিচিতি কি ছিল?

আমেরিকা বৃটিশ কলোনী ছিল। আপনারা যারা সেখানে থাকেন, যারা আমেরিকার সিটিজেন হয়েছেন, ভাল বলতে পারবেন, ওখানকার শিশুদের স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে কি পড়ানো হয়। আমারতো মনে হয়, স্কুলে তারা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা যথার্থই পড়ছে। অথচ দেখুন আমেরিকা আর বৃটেনের কত মাখামাখি। খোদ বৃটেনেই প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ারকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে বলা হয় "ব্লেয়ার ইস দ্য ফরেন মিনিস্টার অব ইউ এস এ"।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে আমরা এক সময়ে পৌঁছে যাই স্বাধীকার আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে। দেশ স্বাধীন হবার দুই যুগেরও বেশী সময় পরে আমাদের প্রানের "শহীদ দিবস" "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" এর মর্যাদা পায়। এটি আমাদের সকলের গর্বের বিষয়। আমারা কি আমাদের উত্তপুরুষদের জানতে দেব না ভাষা দিবসের ইতিহাস? আমরা কি

বলবো না মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে প্রান উৎসর্গ করেছিল আমাদের পুর্বপুরুষ? তাঁদের পাখির মত গুলি করে হত্য করেছিল পাক পুলিশ? যদি না জানাই, তবে এ দিবসটি পালনের সার্থকতা কোথায়? শুধু আমাদের সন্তানেরা কেন, সারা বিশ্বে মানুষ বিষয়টি জানবে বলেইতো এটি আজ "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"। তাই নয় কি?

আমেরিকার এক ছোট্ট শহর (এক সময়ের অখ্যাত শহর) এর হে-মার্কেট স্কয়ারে ঘটে যাওয়া ঘটনা জন্ম দিয়েছিল ১লা মে। আজ সারা বিশ্বে যা পালিত হয় "মে-দিবস" হিসেবে। যদিও দিবসটিকে এক সময়ে বেশী সম্মান করতো কম্যুনিস্ট বিশ্ব, আজো রাশিয়া, চীন সহ তৃতীয় বিশ্বে দেশগুলোতে দিবসটি আরম্বরের সাথে পালিত হয়। আমাদের দেশেও দিনটিকে সরকারী ছুটি পালিত হয়। যতদুর জেনেছি উন্নত বিশ্বে ততটা আরম্বরের সাথে ওটা পালিত হয় না। বৃটেনে দিনটিতে সরকার বেশ ভয়ে থাকে হাংগামার ভয়ে। আমেরিকার কথা জানি না। যেহেতু দিবসটির সুচনা আমেরিকাতে, সেজন্য কম্যুনিস্ট বিশ্ব এটাকে লুফে নিয়েছিল। যদিও আজকাল আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বে দেশগুলো মে দিবস পালন আজকাল ফ্যাসানে পরিনত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থোড়াই পরওয়া করা হয় এবিষয়ে। তবু মানুষ জানে দিবসটির কথা, জানে ফিলাডেলফিয়ার হে-মার্কেট স্কয়ারে ঘটে যাওয়া সেদিনের সেই ঘটনা।

আজ আমেরিকা, পাকিস্তান, চীন আমাদের বড় বন্ধুদেশ। তবু কি করে ভুলে যাব ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা আর চীনের তৈরী গোলার আঘাতে আমার মায়ের সন্তার প্রান দিয়েছিল? কি করে ভুলে যাব পাকিস্তানী বর্বর সেনা আর তাদের দেশীয় দোসররা আমার মা-বোনের সম্ভ্রমহানী করেছিল? কেন আমরা এটা আমাদের সন্তানদের জানাবো না? কেন আমরা সে সময়ের শত্রুদের স্বীকৃতি পেয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলবো?

এ কথা গুলো বলাতে কি আমার অন্যের দোষ দেয়ার চরিত্র প্রকাশ পায়?

আমি আমেরিকাসহ কোন দেশের সাথেই ব্যাবিসা বানিজ্য করা বিপক্ষে নই। কখনোই বলিনি যে ওটা করা যাবে না(আর বললেই বা কি আসে যায়, আমার কথা কে শুনবে? ভিন্নমত আর সদালাপের কয়েকজন পাঠক ছাড়া এ লেখা আরতো কেউ জানবে না)। ব্যবসা ব্যবসাই। যেখানে লাভ হবে সেখানেই করা উচিত। যেটা আমরা পারছি না, সরকারের যথার্থ সিদ্ধান্তের কারণে। সরকারের ব্যর্থতার কারণে আমাদের দেশ থেকে বিদেশী পুঁজি চলে যাচ্ছে। এক সময়ে যে আরব বে-দুইন, জলদস্যুরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে পাড়ি জমাতো, সেই আরব দেশে আজ আম ছুটে আসছি চাকরির আশায়, ব্যবসার আশায়। কারণ এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করলে একটা নিশ্চিন্ত পরিবেশ পাওয়া যায়, সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে হয় না, ব্যবসায়ীকে টুকরো টুকরো লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয় না। ব্যবসায়ীর স্ত্রী-কন্যাকে শরীরে জখম নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় না।

আমাদের সরকার আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, বিদেশীদের নিরাপত্তা দেবে কি করে? পাঠক ভাল করেই জানেন, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা কি করে ঢাকা বিমান বন্দর থেকেই ফেরৎ চলে যায়। যে দেশে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়ে ইরানী দম্পতি ছিনতাইকারীদের হাতে আটক হয়, পর্যটক পরিবারের স্ত্রী ধর্ষিতা হন, সেদেশে বিদেশী পর্যটক আর বিনিয়োগ আমরা আশা করি কি ভাবে?

আমিতো মনে করি সরকার শুধু নিরাপত্তা বিধান করতে পারলে, অর্থাৎ সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারলে এবং বিদ্যুত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের অর্থনীতির উন্নতি সাধনে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। আমাদের রাজনীতিবিদগণতো এ কাজটা করবে বলে মনে হয় না। সেখানেই আমি আমার আগের লেখাগুলোতে বলেছিলাম, আপনারা বড় বড় দেশে প্রবাসী বাঙালীরা যদি এক হয়ে শক্তিশালী "প্রেসার গ্রুপ" গড়ে তুলতে পারেন, সেটা হবে দেশের জন্য বিরাট মঙ্গলজনক।

আমি যখন এ লেখা শুরু করেছি তখন মোস্তফা কামালের আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখাটা পোস্ট হয়েছে ভিন্নমতে। চমৎকার ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক লেখা। আমাকে তিনি জানাতে চেষ্টা করেছেন আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের ব্যবসায়িক সাফল্যের বিষয়ে। আমি কিছুটা হলেও তা জানি। কুদ্দুস খানের বদৌলতে এখন ওদের পরিসংখ্যানও জানি। আপনার ওসব বিষয়ে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। কেননা আমি আমেরিকাসহ কোন দেশের সাথেই বানিজ্যের বিরোধী নই। বরং আমি বলেছি বানিজ্যের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ গড়তে পারলে আমাদের দেশেও ভাল বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ হত। কেননা আমাদের দেশে শ্রম বড্ড সস্তা। কেবল সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার জন্য আমারা এগুতে পারছি না। সাবমেরিন ক্যাবলের যে কথা আপনি বলেছেন, সেটিতে আমাদের যুক্ত হবার কথা ছিল ১৯৯১-৯২ সালে, সে সময়েও ক্ষমতায় ছিল আজকের সরকার। তারা সে সময়ে এর যথার্থতা খুঁজে পায়নি। এ বিষয়ে প্রচলিত কৌতুক হচ্ছে, "পানির নিচ দিয়ে যে ক্যাবল যায়, সেখানে যোগ দেয়া আর জলে অর্থ ঢালা একই কথা, তাই বাংলাদেশ সেখানে যুক্ত হবে না"।

জনাব কামাল আমাকে আওয়ামী লীগার বলেছেন। কি করে বুঝলেন আমি আওয়ামী লীগার? আমি শেখ মুজিবের ভাল দিকগুলোর কথা বলেছি, এতেই কি আমি আওয়ামী লীগার হয়ে গেলাম? আপনি যদি আমার আগের লেখাগুলো পড়তেন, তবে আমাকে আওয়ামী লীগার বলতে পারতেন না। ভিন্নমতের পুরারো লিংক-এ আজো কিছু লেখা আছে, দেখে নেবেন সময় হলে। আমি আওয়ামী লীগের শাসনামলের একজন ভিকটিম, যে কারণে আমার প্রানের দেশ ছেড়ে আমাকে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছিল ১৯৯৯ সালে, ২০০২ সালে দেশে ফিরেও থাকতে পারি নি, কেননা সেসময়ের আওয়ামী লীগাররা তখন প্রচন্ড জাতীয়তাবাদী হয়ে গেছে এবং বিএনপি'র নেতা বনে গেছে। বুঝতেই পারছেন আমাদের স্থানীয় রাজনীতি ও মস্তান নীতির দৌড়াত্ব। ফের পাড়ি জমাতে হয়েছে বিদেশে, এবার গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্য। এখানে আমার রেসিডেন্ট পারমিট আছে ২০০৬ পর্যন্ত, বোধকরি বাড়ানো যাবে। না হলে অন্য কোন গন্তব্য খুঁজে নিতে হবে।

স্বাধীকার আন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদান খাটো করে দেখার নয়, তাই আমি তাঁর কথা বলেছি। আমাকে আওয়ামী লীগার হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য এটাই কি যথেষ্ট? যে যতটুকু সম্মান প্রাপ্য সেটুকু দেয়া উচিত নয় কি? আমি আর যাই হই না কেন, কারো অন্ধ সমর্থক না বা কারো লাঠিয়াল নই।

মোস্তফা কামাল সমাজতন্ত্রের খারাপ দিকগুলোর কথা বলেছেন, এ নিয়ে আমি কোন বিতর্ক করবো না, কেননা আমি প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সমাজমান্ত্রিক দেশ দেখিনি। তবে এখন যা দেখছি এবং যে তথ্য পেয়েছি, দুবাইতে যে রাশান মেয়েদের পতিতাবৃত্তি দেখা যায় এরা এসেছে সমাজতন্ত্রের পতনের পর। আপনি রাশার যে সময়ের উদাহরণ দিয়েছেন বিচিত্রার প্রবাসী পাতার বরাত দিয়ে, সেটা কি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের?

যতদুর জেনেছি সমাজতন্ত্রের পতনের পর সাধারণ মানুষের নৈমত্তিক চাহিদা মেটাবার আর কেউ নেই, যেটা আগে সরকার বহন করতো বা নিশ্চয়তা দিত। চীন এখন পুঁজিবাদের বড় সহায়ক শক্তি। একবার আসুন দুবাইতে, দেখবেন রাশান মেয়েদের ১০গুন চায়নিজ মেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে খদ্দেরের খোঁজে। এদের দরও খুব কম। একবার দেখে গেলে অন্তত এটা বলা থেকে বিরত থাকবেন, পঁজিবাদ চীনের জনগনের ভাগ্য খুলে দিয়েছে। পুজিবাদী সমাজ গুটি কয়েক মানুষের ভাগ্য বদল করে এ সত্য। বাকীদের করে রাখে দাস, এটা অবশ্য আপনার স্বীকার করবেন না জানি।

পুরো পরিবার যৌন কর্মী হিসেবে কাজ করে বলে যে তথ্য আপনি দিয়েছেন, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাশিয়া বা চীনে এটা হতে পারে, তবে আপনার তথ্যই বলছে এটা সমাজমন্ত্র বিদেয় হবার পরের ঘটনা। আর খোদ বৃটেনে মা মেয়ে একই ঘরে যৌন কর্মীর কাজ করছে দুই খদ্দেরের সাথে, এ তো কারো কাছে আমাকে শুনতে হবে না। থাইল্যান্ড তো কোন কালেই সমাজতন্ত্রী দেশ ছিল না, ওখানে কি দেখেছেন স্কুলের মেয়েরা খদ্দেরের খোঁজে রাতভর রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়? আমস্টার্ডম বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও উন্নত পতিতালয় বলে শুনেছি। বৃটেনে কোন যুবক কয়েকদিন "হাওয়া" হয়ে গেলে বন্ধুরা বলে আমস্টার্ডাম গিয়েছিল। আপনি কি বলবেন ওরাও সমাজতন্ত্রী দেশ ছিল কোন এক কালে এবং এটাও সমাজতন্ত্রের কুফল?

আপনার একটা কথায় আমাকে সায় দিতেই হচ্ছে, সেটা হল আমাদের দেশের দুর্নীতি। আমি এর সাথে আরো যোগ করতে চাই আমাদের প্রশাসকদের অযোগ্যতা। এ দু'টোর বিরুরেধ লেখালেখি করা যেতে পারে। এবং আমি মনে করি এটা করা উচিত। এটা নিয়েই তো আমি বলেছি, দেশের মঙ্গলের জন্য আপনারা বড় দেশে প্রবাসী বাঙালীরা এক হোন, প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করুন।

ভিন্নমত এর লেখকগণতো কে পুরুষ না মহিলা এ নিয়ে বেশী সময় অপচয় করছেন, অন্যকে কে কত গালি দিতে পারে সে প্রতিযোগিতাও চলে মাঝে মধ্যে। আর সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয় আমাদের মুসলমানিত্ব নিয়ে, আলোচনার ধরণ দেখে মনে হয় রাতারাতি সব বাঙালী মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জানিনা সে কোন ধর্ম যা সব সমস্যার সমাধান দেবে। এছাড়া রয়েছে পান্ডিত্য জাহিরের প্রতিযোগিতা। দেশ নিয়ে ভাবলে তারা প্রকৃতার্থে দেশের সমস্যার সামাধান দেবার চেষ্টা করতেন।

বিতর্ক ভাল, তবে তা হতে হবে সুস্থ বিতর্ক। এবং অবশ্যই গঠনমুলক।

আমরা যারা ভুক্তভোগী, যারা ক্ষমতা দিয়ে কিছু করতে পারি না, এবং কিছুটা জাত্যাভিমান রয়েছে, তাদের কাছে অভিমানটাই সবচেয়ে বড়, সেতারা হাসেম যেমন অভিমান করে ভিন্নমতে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। তেমনি করে অভিমান করাটাই আমাদের একমাত্র পথ।

দুবাই
সংযুক্ত আরব আমিরাত
১ এপ্রিল ২০০৪